আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৩২৯

৫. সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১০) মসজিদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখা এবং তাতে বসে থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ

الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها

আরবী

(حسن صحيح) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ.
ثم قال: جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ، أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ. رواه أحمد

বাংলা

৩২৯. (হাসান সহীহ্) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ’’নিশ্চয় মসজিদ সমূহের জন্যে কিছু পেরেক (কীলক) থাকে। সে পেরেক হল মসজিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককারী ব্যাক্তিগণ। তারা মসজিদে থাকলে তাদের সাথে একদল ফেরেশতাও বসে থাকেন। তারা যদি কখনও অনুপস্থিত থাকে তবে ফেরেশতাগণ তাদের খোঁজ-খবর নেন। তারা যদি অসুস্থ হয় তবে তাঁরা তাদেরকে দেখতে যান, তারা যদি কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকে তবে তাঁরা (ফেরেশতাগণ) তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন।’’

তারপর বলেছেন,

’’মসজিদের সাথী তিনটি বৈশিষ্টের অধিকারী, (১) উপকারী ভাই হিসেবে গণ্য হয়, (২) হিকমত তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয়, (৩) আল্লাহর রহমতের অপেক্ষায় থাকে।’’

(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ২/৪১৮, হাদীছটি হাকেম ২/৩৯৮ আবদুল্লাহ বিন সালামের বরাতে আবু হুরায়রা থেকে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্।)

কিন্তু হাকেমের মাউকূফ সূত্রের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا أوتادها لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا

في حاجة أعانوهم

’’মসজিদের কিছু পেরেক থাকে। মুসল্লিগণ হচ্ছেন তার পেরেক। ফেরেশতাগণ তাদের সাথী। তারা অনুপস্থিত থাকলে ফেরেশতারা তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, অসুস্থ হলে শুশ্রূষা করেন, কোন কাজে ব্যস্ত হলে তাদেরকে সাহায্য করেন।’’

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88100

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন